① Define Rural Society? how do you distinguish it from Urban Society?

আমরা প্রত্যেকেই 'Rural' কথাটি ব্যবহার করি। যদিও আমাদের এই শব্দটির বিজ্ঞানভিত্তিক সংজ্ঞা জানা নেই, কিন্তু আমরা এই শব্দটির অর্থ জানি, আমাদের দেশে সরকারী কাজে 'Rural' কথাটিকে 'Revenue' পরিপ্রেক্ষিতে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এবং গ্রাম বলতে এখানে 'Revenue Village' বলা হয়েছে।

Defination of Rural Society/Village –

(i) কেমব্রিজ অভিধানে বলা হয়েছে, "বিক্ষিপ্ত কতকগুলি কুটির নিয়ে যখন একটি ছোটো স্থায়ী বসতি গড়ে উঠে তখন তাকে গ্রাম বলে অভিহিত করা হয়। সাধারণত, কৃষিজীবীদের বসতিকে গ্রাম হিসেবে উল্লেখ করা হয়।"

(ii) অক্সফোর্ড অভিধানে বলা হয়েছে, "Rural বলতে গ্রাম অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে যার আয়তন পাড়ার চেয়ে বড় কিন্তু শহরের চেয়ে ছোটো, এই জনসমষ্টির মধ্যেই সহজ প্রশাসন ও সামাজিক কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়।

(iii) নেলস ইউনিক - এর মতে, "গ্রাম হল কোনো নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপিত পৃথক পৃথক কতগুলি আবাসভূমির সমষ্টি এবং এক-একটি আবাসভূমি এক একটি একক। আবাসভূমির

Scanned with CamScanner

বাসিন্দারা পরস্পরের নিকট অপরিচিত।"

Difference between Rural And Urban Society –

নগর ও গ্রাম মূলত দুই পৃথক ধরনের জীবন পদ্ধতি সম্পন্ন জনবসতি। গ্রাম ও নগরের পরিবেশ প্রধানত ভিন্ন হওয়ায় উভয়ের সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নগরের পরিবেশ প্রধানত মানুষের পরিকল্পিত প্রচেষ্টায় সৃষ্টি হয়। অপরদিকে, গ্রামীন পরিবেশ মূলত ধারাবাহিক রূপে যেখানে প্রাকৃতিক বিন্যাস ব্যবস্থা মোটামুটি অক্ষুন্ন থাকে।

অধ্যাপক Ogburn ও Nimkoff -এর মতে,

"আয়তনগত বিচারে গ্রামকে ক্ষুদ্র সমষ্টি এবং শহরকে বৃহৎ সমষ্টি বলেছেন, বিভিন্ন বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানীরা গ্রাম ও নগরের মধ্যে পার্থক্য করার চেষ্টা করেছে। পার্থক্যগুলি নিম্নরূপ ——"

(i) পেশাগত ক্ষেত্রে পার্থক্য –

গ্রামীন জীবনে বেশিরভাগ মানুষ কৃষিজীবনের সাথে জড়িত অর্থাৎ এরা কৃষিকাজের সাথে যুক্ত থাকে, এবং কৃষির উপর নির্ভর করে জীবন অতিবাহিত করে। অপরদিকে, নগর জীবনে অ-কৃষিকাজের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। নগরের অধিবাসীরা বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা - বানিজ্য, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি ও বিভিন্ন পেশাদারি কাজে নিযুক্ত থাকে।

(ii) পরিবেশগত পার্থক্য –

গ্রামীন জীবনে প্রাকৃতিক পরিবেশ সুন্দর ও নির্মল হয়। এখানে মানুষের সাথে প্রাকৃতিক প্রত্যক্ষ যোগাযোগ গড়ে উঠে। গ্রামে দূষণমুক্ত বায়ু লাভ করা যায়।

অপরদিকে, নগরজীবনে প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। প্রাকৃতিক পরিবেশ এখানে অনুপস্থিত। দূষণ বায়ু নগরজীবনের সর্বক্ষণের সঙ্গী।

(iii) সমষ্টির আয়তনের ক্ষেত্রে পার্থক্য –

গ্রামীন জীবন ক্ষুদ্র জনসমষ্টি সম্পন্ন হয়।

অপরদিকে, নগরসমূহ সাধারণত বৃহদায়তনবিশিষ্ট হয়। এই সমস্ত নগরের বিভিন্ন অঞ্চলের বৈষম্য ও ধরন - ধারণ ভিন্ন ভিন্ন হতে দেখা যায়।

(iv) জনসংখ্যার ঘনত্বের ক্ষেত্রে পার্থক্য –

জনসংখ্যার ঘনত্বকে কেন্দ্র করে গ্রাম ও নগরের মধ্যে পার্থক্য গড়ে উঠে। সাধারণত গ্রামীন জীবনে জনসংখ্যার ঘনত্ব খুবই কম হয়। প্রতিবর্গ কিলোমিটার অঞ্চলে খুব কম সংখ্যক লোক বাস করে।

অপরদিকে, নগরে জনসংখ্যার ঘনত্ব খুব বেশি হয়। অতি অল্প সংখ্যক জায়গায় অধিক সংখ্যক লোককে বাস করতে দেখা যায়।

(v) সামাজিক স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে পার্থক্য -

গ্রামীণ জীবনে সামাজিক মর্যাদাকে কেন্দ্র করে বিশেষ পার্থক্য গড়ে উঠে না। সামাজিকক্ষেত্রে বিভাজন বা স্তরবিন্যাস সেখানে পরিলক্ষিত হয় না।

অপরদিকে, নগরজীবনে সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক ক্ষেত্রে স্তরবিন্যাস ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়।

(vi) সামাজিক বিচলনীয়তার ক্ষেত্রে পার্থক্য -

গ্রামীণ জীবনে ভৌগোলিক, পেশাগত এবং জীবনের অন্যান্যক্ষেত্রে বিচলনীয়তা খুবই কম। এখানে সামাজিক বিচলনীয়তার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

অপরদিকে, নগরজীবনে এর বিপরীত চিত্র দেখা যায়। এখানে সামাজিক বিচলনীয়তা যথেষ্ট বেশি।

(vii) স্থানান্তর গমনের ক্ষেত্রে পার্থক্য -

স্থানান্তর গমনকে কেন্দ্র করে নগর ও গ্রাম্য জীবনের মধ্যে পার্থক্য গড়ে উঠেছে। সাধারণত গ্রাম থেকে নগরে যাওয়ার এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করার প্রবণতা বেশি দেখা যায়।

অপরদিকে, শহর থেকে গ্রামে যাওয়ার প্রবণতা একেবারেই নেই বললেই চলে। সামাজিক দুর্যোগ ব্যতিরেকে কেউই নগর পরিত্যাগ করে গ্রামে যায় না।

Scanned with CamScanner

(viii) সামাজিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে পার্থক্য -

গ্রামীণ জীবনে সামাজিক দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক গড়ে উঠে। গ্রামের লোকজনের মধ্যে সম্পর্ক সরল ও সহজ হয়। এখানে কোন কৃত্রিম সম্পর্ক গড়ে উঠে না। পারিবারিক সম্পর্কগুলি অনেকবেশি আন্তরিক।

অপরদিকে, নগরজীবনে অধিবাসীদের মধ্যে সম্পর্ক সহজ সরল নয়। এখানকার পারিবারিক সম্পর্কগুলি হয় কৃত্রিম। সম্পর্ক গড়ে উঠে না। পারিবারিক সম্পর্কগুলি অনেকবেশি আন্তরিক নয়। মানুষ এখানে মানুষ হিসাবে পরিচিতি লাভ করে না। সেখানে তার পদমর্যাদা ও ঠিকানার দ্বারা পরিচিতি লাভ করে।

(ix) সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পার্থক্য -

গ্রামীণ জীবনে পারিবারিক সংহতির বন্ধন ও লোকাচার এবং লোকনীতি প্রভাব বেশি। এছাড়া এখানে প্রচলিত সনাতনী প্রথা ও রীতি-নীতির নিয়ন্ত্রণ মূলক প্রভাব বেশি দেখা যায়।

অপরদিকে, নগরজীবনে লোকজনদের রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠানের প্রভাব নেই বললেই চলে। এখানে বিধিবদ্ধ আইন খুবই কার্যকরী।

(x) সমষ্টিগত মানসিকতার ক্ষেত্রে ভিন্নতা -

গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে সমষ্টিগত মানসিকতা অত্যন্ত গভীর।

অপরদিকে, নগরজীবনে ভিন্ন ~~জাতীয় মান~~ অধিবাসীদের মধ্যে এই চেতনা অপেক্ষাকৃতভাবে দুর্বল।

Scanned with CamScanner

(vi) জনসংখ্যার সমজাতীয় ও ভিন্ন জাতীয় প্রকৃতি –

গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনপ্রণালী হল সমজাতীয় ও সমরূপ, এখানের জনসংখ্যার কাঠামোগত প্রকৃতির ক্ষেত্রে সাদৃশ্য দেখা যায়।

অপরদিকে, নগরজীবনে ভিন্ন জাতীয় মানুষের অবস্থান পরিলক্ষিত হয়। এখানে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ধর্মাবলীর মানুষ পাশাপাশি বসবাস করে।

মন্তব্য –

পরিশেষে বলা যায়, গ্রামীণ ও নগরজীবনের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে তা ক্রমশ অপ্রীয়মান। আধুনিককালে রাস্তাঘাট ও যানবাহনের দ্রুত উন্নতির ফলে গ্রাম ও নগরের মধ্যে নৈকট্যের সৃষ্টি হয়েছে। যদিও বর্তমানে গ্রাম ও নগর অনেক কাছাকাছি এসেছে, তবুও বলা যায় নগর ও গ্রামজীবনের মধ্যে এখনও অনেকক্ষেত্রে পার্থক্য বর্তমান।

Scanned with CamScanner

(4) Identify the distingusting (মূল) feature of indian Rural Economic? 04,

Identify the ~~distingusting~~ basic feature of village economic during the british period?

Introduction -

প্রাক্ ব্রিটিশ ভারতে গ্রামগুলি ছিল স্বয়ং সম্পূর্ণ ও কৃষিনির্ভর এবং প্রত্যেক গ্রামে উৎপাদিত কৃষিজাত দ্রব্যগুলি শুধুমাত্র নিজেদের গ্রামের চাহিদাগুলি পূরন করত। কিন্তু ব্রিটিশ পূর্ব ভারতে কৃষিক্ষেত্রে যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও সংগঠন ছিল পরবর্তী সময়ে তার মধ্যে পরিবর্তন ঘটে। জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানাকে কেন্দ্র করে এই সময় নতুন কৃষি সম্পর্কে সূচনা হয়। আমরা বর্তমানে কৃষি অর্থনীতিতে কৃষির বানিজ্যিকরন বা কৃষির উদ্বৃত্ত উৎপাদনে বানিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশ লাভ করতে দেখি।

গ্রামীন অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

গ্রামীন অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল —

(1) কৃষিনির্ভর অর্থনীতি -

গ্রামীন জনসাধারনের অর্থনীতি মূলত কৃষিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। 50% বা তার বেশী ভারতীয় জাতীয় আয়ের আসে কৃষি থেকে। কৃষি হল একমাত্র উপায় যার মধ্যে কৃষক সম্প্রদায় জীবন ধারন করে। কৃষিজীবীরা শুধুমাত্র নিজেদের

জন্য খাদ্য উৎপাদন করে না, অ-কৃষিজীবীদের জন্য তারা বাজারে উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্যের জোগান দিয়ে থাকে।

(ii) অন্যান্য পেশা -

গ্রামীণ এলাকায় কৃষির গুরুত্ব যদিও সর্বাধিক তথাপি অন্যান্য কিছু কিছু সহায়ক পেশার সন্ধান পাওয়া যায়। তাই এই সহায়ক পেশা হল — পশুপালন, মাছচাষ, কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প প্রভৃতি।

(iii) উৎপাদন পদ্ধতি -

কৃষিজীবীরা কৃষি উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন কৃষি পদ্ধতি অবলম্বন করে। কৃষকেরা উৎপাদনের জন্য মূলত যে ধরনের কৃষিপদ্ধতি অবলম্বন করে, তা হল —

(i) কোদাল দ্বারা কৃষিকাজ -

লাঙল ছাড়া অন্যান্য কৃষিযন্ত্রের সাহায্যে মাটি তৈরি করে যখন খাদ্যশস্য উৎপাদন বা চাষ করা হয়, তখন তাকে কোদাল দ্বারা কৃষিকাজ বা Cultivation বলে। আমাদের দেশে কিছু কিছু আদিবাসী গোষ্ঠী এই পদ্ধতিতে কাজ করে থাকে।

(ii) লাঙল দ্বারা কৃষিকাজ -

গ্রামসমূহে বিভিন্ন প্রকার কৃষিকাজের মধ্যে লাঙল দ্বারা কৃষিকাজ অধিক প্রচলিত, জমিচাষের জন্য লাঙল হল প্রধান যন্ত্র। যার সাহায্যে কৃষিকাজ সম্পন্ন হয়, লাঙল দিয়ে দুই ধরনের চাষ করা হল — (i) শুষ্কচাষ ও (ii) জলচাষ।

Scanned with CamScanner

(iii) উৎপাদন পদ্ধতি যন্ত্রপাতি ও বীজের পরিবর্তনে ভূমিকা —

বর্তমানে কৃষিক্ষেত্রে নতুন কৃষিপ্রযুক্তির প্রসার লক্ষ্য করা যায়। এই নতুন কৃষিপ্রযুক্তির হাত ধরেই উৎপাদন ব্যবস্থার বিভিন্ন (?) পরিবর্তন ঘটেছে।

(i) দেশি বীজের বদলে উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়েছে।

(ii) কৃষিতে রাসায়নিক সার, কীটনাশক দ্রব্যাদির ব্যবহার ব্যাপকভাবে বেড়েছে।

(iii) জমিতে চাষের জন্য ট্রাক্টরের ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে।

(iv) এছাড়া কৃষিক্ষেত্রে উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতি ও বিভিন্ন সরঞ্জামের ব্যবহার বেড়েছে।

GLAND RELATION ও তার ভূমিকা —

বিভিন্ন gland Relation দেখা যায় যথা —

(ক) গ্রামীন অর্থনীতির বিষয়টি বোঝার জন্য গ্রামীন এলাকায় জমির সাথে কৃষকের সম্পর্ক ও কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির বিষয়টির সম্পর্কে অবহিত হওয়া দরকার। কৃষকের সাথে জমির সম্পর্ক ও উৎপাদন পদ্ধতির বিষয়টি আবার

Scanned with CamScanner

জমির মালিকানার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

(ঙ) কৃষিপণ্য উৎপাদনের প্রক্রিয়াটি অনেকটা Gland Relation-এর উপর নির্ভর করে। কৃষক যদি মনে করে উৎপন্ন পণ্য সামগ্রিক অধিকাংশ জমিদার, মহাজন, বৃহৎ জমির মালিক লাভ করবে এবং সে শুধুমাত্র মজুরি পাবে, তাহলে এক্ষেত্রে কৃষক উৎপাদনের জন্য উৎসাহিত নাও হতে পারে।

(চ) Gland Relation-কে কেন্দ্র করে গ্রাম অঞ্চলে শ্রেণী গড়ে উঠে। যেমন - Daniel Thorner একটি কৃষি শ্রেণীর মডেল খাড়া করেছে, যা সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই শ্রেণী তা হল মালিক-কৃষক, শ্রমিক-মজদুর।

(ছ) Gland Relation প্রকৃতির উপর গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য ও ঐশ্বর্যের বিষয়টি অনেকাংশে নির্ভর করে। কেননা এই Gland Relation-কে কেন্দ্র করে গ্রামাঞ্চলে অসাম্য গড়ে উঠে। ভারতীয় কৃষিতে অসাম্যমূলক পরিবেশের সঙ্গে অনেক সময় বৃহৎ ও বৃহৎ ভূস্বামীদের সাথে দরিদ্রপ্রজা ও কৃষকের দ্বন্দ্ব দেখা যায়।

(iv) জীবনধারনের মান – উপর নির্ভরশীল। গ্রামাঞ্চলে জীবন ধারনের মান সম্পদের উপর নির্ভরশীল। সম্পদের বিষয়টি Gland Relation-এর উপর নির্ভরশীল। কৃষিক্ষেত্রে যে শ্রেণী যতবেশি কৌশল ব্যবহার করে তত তারা

সম্পদশালী হয়। এই ধরনের কৃতকৌশল কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় ধনী-কৃষক ব্যবহার করতে পারে। যাদের পর্যাপ্ত জমি রয়েছে জীবনধারনের মানের বিষয়টি পোশাক, খাদ্য, আমোদ-প্রমোদ, শিক্ষা প্রভৃতি অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়।

(v) গ্রামীন দরিদ্রতা -

ভারতীয় কৃষিতে অসংখ্য বর্তমান কৃষিজমির মালিকানা মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির হাতে রয়েছে ফলে গ্রামাঞ্চলে দারিদ্রতা বেড়েছে। এছাড়া গ্রামাঞ্চলে কাজের অভাব রয়েছে।

(vi) গ্রামীন ঋনগ্রস্থতা -

গ্রামীন দরিদ্রতা বৃদ্ধির সাথে সাথে কৃষকদের ঋনগ্রস্থতা বেড়েছে। আজিজুল হক তার বই "man behind the plough" -এ বলেছেন আমত্রিকভাবে কৃষক ঋনগ্রস্থতার জন্য দারিদ্রদায়ী।

মন্তব্য -

উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে গ্রামীন অর্থনীতির পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রামীন অর্থনীতি Land Relation ও কৃষিপ্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল, এই বিষয়গুলির মাধ্যমে গ্রামীন অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হয়।

(5) Define peasant? Discuss the important feature of Indian peasantry? (কৃষক কাকে বলে? ভারতীয় কৃষকদের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর)

Introduction –

কৃষক কাকে বলে এই নিয়ে সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে এবং নৃতাত্ত্বিকদের মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। কৃষক সম্পর্কে যে সংজ্ঞাগুলি দেখা যায় সেগুলি হল —

(i) কৃষক সম্পর্কে বলা হয়েছে, "The Body peasant or, ~~tillars~~ of the soil rustic Lebours."

(ii) Chamber twentyth Centurery Dictionary - তে কৃষিসম্পর্কে বলা হয়েছে যে, "A ~~compt~~ country man Rustic one whose occupation is Rural labour."

(iii) Red Field - বলেছেন," কৃষক সম্প্রদায় হল এমন এক ক্ষুদ্র কৃষি উৎপাদক গোষ্ঠী যারা খুব সীমিত উৎপাদনগত কলাকৌশল ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে এবং নিজের পরিবার লোকেদের সাহায্যে নিজের জন্য উৎপাদন করে।"

(iv) Red Field আরও বলেছেন, " কৃষকদের সাথে চাষী বা farmar দের ~~অত~~ তফাৎ রয়েছে। কৃষক যেখানে নিজের জন্য উৎপাদন করে সেখানে চাষী বাজারের কথা মাথায় রেখে

উৎপাদন করে।

(v) Theodosi বলেছেন, " কৃষক সম্প্রদায় বলতে বোঝানো হয় যারা কৃষিজাতপণ্য স্বল্পপরিমাণ উৎপাদন করে ও সাধারণ ধরনের যন্ত্রপাতি ও নিজেদের পরিবারের শ্রমের সাহায্যে নিজেদের ভোগের জন্য কৃষিজাতপণ্য সামগ্রী উৎপন্ন করে।

ঙ) Red Field কর্তৃক বর্ণিত কৃষকদের বৈশিষ্ট্য

কৃষক সম্প্রদায় সম্পর্কিত Red Field-এর আলোচনার ভিত্তিতে কৃষকদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নে করা হয় —

(ক) কৃষকদের সাথে জমির এক বিশেষ ধরনের সম্পর্ক দেখা যায়। তার নিজের শ্রমের বিনিময়ে ফসল ফলায়।

(খ) জমির সাথে কৃষকের সম্পর্ক নানা ধরনের হতে পারে। যেমন — কৃষক জমির মালিক হতে পারে, প্রজা অথবা ভূমিহীন শ্রমিক হতে পারে। কিন্তু প্রত্যেকক্ষেত্রেই কৃষক শ্রমের বিনিময়ে জীবিকা নির্বাহ করে।

(গ) কৃষক সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের পরিবারের লোকেদের সাথে উৎপাদন করে। এখানে এরা যৌথভাবে উৎপাদনের কাজ করে। কৃষিসমাজে কৃষক পরিবারে অপরিসীম সংহতি [illegible] করা যায়।

(ঘ) সনাতনী ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের প্রভাবে বিশেষ এক ধরনের জীবনধারা বা সংস্কৃত pattan দেখা যায়।

(ঙ) প্রান্তিক সমাজের কৃষকদের সামাজিক অবস্থান বেশ নীচুতে,

ভারতীয় কৃষকদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য –

ভারতীয় কৃষকদের অন্যান্য যে বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তা হল –

(i) কৃষিভিত্তিক জীবিকা

কৃষিকেকেন্দ্র করে কৃষকদের " আবর্তিত হয়। কৃষি হল একমাত্র মাধ্যম যার দ্বারা তারা জীবিকা নির্বাহ করে। পৃথিবীর সব সই কৃষকদের সাথে জমির গভীর সম্পর্ক দেখা যায়। জমি থেকে বিভিন্ন কৃষিজাতপন্য উৎপাদন ও তাদের পরিবারের মৌলিক চাহিদা মিটিয়ে থাকে।

(ii) জমির মালিকানা

" " ভিত্তিতে কৃষকদের সামাজিক মর্যাদা নির্ধারিত হয়, ভারতীয় গ্রামীন জীবনে যে স্তরভিত্তিক বিভাজন ও শ্রেণীবিন্যাস দেখা যায় তা কৃষিজমিকে কেন্দ্র করে।

(iii) সামাজিক সংগঠনের অভাব

কৃষিভিত্তিক পরিবারগুলি গ্রামীন জীবনে দেখা যায়, তাদের মূল জীবিকা কৃষি। তাই এখানে কৃষকদের মধ্যে সামাজিক

Scanned with CamScanner

সমতার অভাব পরিলক্ষিত হয়, এছাড়াও ভৌগোলিক সমতার অভাব আছে।

(iv) আরোপিত মর্যাদার প্রাধান্য

কৃষি সমাজে ব্যক্তি স্বতন্ত্রতা নড়ে উঠার সুযোগ থাকে না, কৃষিভিত্তিক গ্রাম পরিবার জমিতে অর্জিত গুণের পরিবর্তে আরোপিত মর্যাদার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

(v) নিরক্ষরতা -

হল আমাদের কৃষকদের অপর একটি বৈশিষ্ট্য। নিরক্ষতার দরুণ এদের মধ্যে সচেতনতার অভাব জন্মে উঠে, এছাড়া প্রাচীন রীতিগুলোর প্রতি অন্ধবিশ্বাস কৃষকদের মধ্যে দেখা যায়।

(vi) পুরুষদের প্রাধান্য -

কৃষিভিত্তিক পরিবারে পুরুষদের প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব পরিলক্ষিত হয়। মেয়েরা এখানে সবসময় পুরুষদের কর্তৃত্বের অধীনে থাকে। জমির মালিকানা প্রথাগত এবং পিতৃতান্ত্রিক হয়। বড়জেষ্ঠ পুরুষদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

(vii) সামাজিক মূল্যবোধের প্রাধান্য

কৃষকদের জীবন সামাজিক মূল্যবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ... আত্মীয়, স্বজন, প্রতিবেশীদের

দায় দায়িত্ব প্রভৃতি পালন করার রীতি দেখা যায়।

বৈচিত্র্যহীন জীবন ধারণা

কৃষকসম্প্রদায়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন কৃষিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় তেমন বৈচিত্র্যহীন জীবন ধারা দেখা যায়। অর্থনৈতিক নিম্নস্তরের অভাব ও যৌথ পরিবার ভিত্তিক বৈচিত্র্যহীন জীবনধারণ যুগযুগ ধরে প্রাচীন রীতি - নীতি এবং ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে একই জায়গায় বেঁধে রেখেছে।

অতিপ্রাকৃতিক শক্তিতে বিশ্বাস

কৃষক সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা অতিপ্রাকৃতি শক্তিতে, অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। এই ধরনের বিশ্বাসের ফলে নানা ধরনের কুসংস্কার, অলৌকিক ধারনা তাদের মধ্যে গড়ে উঠে।

ধর্মের প্রধান্য

কৃষকদের মধ্যে ধর্মের প্রাধান্য দেখা যায়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে এদের ধর্মীয় বিশ্বাস লক্ষ্য করা যায়, এই ধরনের ধর্মীয় বিশ্বাস কৃষক. সম্প্রদায়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

মন্তব্য -

উপরিউক্ত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমূহ ভারতীয় কৃষকদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। তবে সাম্প্রতিককালে এদের জীবনযাত্রা নানা ধরনের পরিবর্তন